প্রথম আলো

তারিখ 13 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# বক্তৃতা না শোনায় দুই ছাত্রের হাত ভেঙে দিল ছাত্রলীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহী কলেজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নির্দেশে গতকাল বুধবার মিছিলে যোগ দেন সাধারণ ছাত্ররা। মিছিল শেষে সমাবেশে বক্তব্য না শুনেই অনেকে ফিরে আসেন। এ কারণে ক্রিকেট খেলার স্টাম্প নিয়ে ছাত্রাবাসের চারটি ভবনে ঢুকে ছাত্রদের পিটিয়েছেন সংগঠনটির কর্মীরা। ভেঙে দিয়েছেন দুই ছাত্রের হাত। জখম করেছেন ক্যানটিনের কর্মী ও এক অতিথি ছাত্রকে।

হাত ভাঙা দুই ছাত্র হলেন রাজশাহী কলেজের রসায়ন বিভাগের স্নাতকোত্তর বর্ষের ইমদাদুল হক ও দর্শন বিভাগের স্নাতকোত্তর বর্ষের মোসাদ্দেক হোসেন। তাঁদের দুজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স বিভাগের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। আহত অন্যরা বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

এর আগে গত ১১ অক্টোবর মিছিলে না যাওয়ার কারণে ছাত্রাবাসের বাইরের গেট বন্ধ করে সাধারণ ছাত্রদের পেটান ছাত্রলীগের কর্মীরা।

ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীদের অনেকে বলেন, ছাত্রলীগের কর্মীরা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছাত্রাবাসের বিভিন্ন ভবনে গিয়ে মিছিলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন সাধারণ ছাত্রদের। কেউ মিছিলে যোগ না দিলে 'মার' দেওয়ার হুমকি দেন। রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগের সম্মেলন সফল করার উদ্দেশ্যে গতকাল বেলা ১১টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে ছাত্রলীগ।

সাধারণ ছাত্ররা বলেন, প্রায় সব ছাত্রই মিছিলে অংশ নেন। কিন্তু মিছিল শেষে সমাবেশে বক্তব্য না শুনেই অনেকে চলে আসেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী দুপুর ১২টার দিকে ক্রিকেট খেলার স্টাম্প নিয়ে প্রথমে বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ভবনে যান। সামনে যাকে পান তাঁকেই দু-চারটি করে স্টাম্পের বাড়ি দেন। এরপর বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ভবনে ঢুকে মোসাদ্দেক হোসেন ও ইমদাদুল হককে পেটাতে থাকেন। এতে হাত ও পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পান দুজন। স্টাম্পের আঘাতে ইমদাদুলের ডান চোয়ালের মাংস উঠে যায়।

ছাত্রলীগের কর্মীরা পরে বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল ভবনে গিয়ে একইভাবে ছাত্রদের পেটান। ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ভবনের ডাইনিং বয় সোহেলকে পেটানো হয়। এরপর বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ভবনে যান ছাত্রলীগের কর্মীরা। ওই ভবনের সবাই মিছিলে গেলেও একজন অতিথি ছিলেন। ছাত্রলীগের কর্মীরা ওই অতিথিকে বেধড়ক পেটান।

লজ্জায় ওই অতিথি তাঁর নাম প্রকাশ করতে চাননি। রাজশাহী কলেজের স্নাতক (পাস) কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বলে তিনি *প্রথম আলো*কে জানান।

**হাসপাতালেও ছাত্রলীগ**: রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, আহত দুই ছাত্রের পাশাপাশি ছাত্রলীগের কর্মীরা দাঁড়িয়ে আছেন। ছবি তুলতে গেলে তাঁরা বলেন, 'ক্যারম খেলতে গিয়ে বন্ধুদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির কারণে তাঁরা আহত হয়েছেন। কেউ ছবি তুলবেন না।'

এমন একজন কর্মীর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি জানান, তাঁর নাম জীবন। রাজশাহী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর বর্ষের ছাত্র।

আহত দুই ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁরা শুধু কোথায় কোথায় ব্যথা পেয়েছেন তা দেখান। কারা মেরেছেন ভয়ে বলতে চাননি। তাঁদের দুজনের হাত ও পায়ের এক্স-রে করা হয়েছে। দুজনেরই হাত ভেঙেছে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।

**ছাত্রলীগের বক্তব্য**: সাধারণ ছাত্রদের ওপর হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে রাজশাহী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রকি ঘোষ দাবি করেন, তাঁদের মিছিল চলার সময় ছাত্রাবাসে মারপিটের ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্রলীগের কোনো কর্মী ওই দিকে ছিল না। ছাত্রলীগকে 'কালার' করার জন্য এই প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

**তদন্ত কমিটি**: কলেজের উপাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, ঘটনার পরই বাংলা বিভাগের প্রধান আল ফারুককে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাঁরা ছয় কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবেন।